দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 JAN 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়ুক্তি পরীক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষকদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৫ ফেব্রুয়ারী। সহকারী শিক্ষকদের নিয়ুক্তি পরীক্ষা ১২ ফেব্রুয়ারী। বেলা ১০টায় শুরু হয়ে পরীক্ষা চলবে দু'ঘন্টা। ১০০ নম্বরের পরীক্ষার ধরন হবে নৈর্ব্যক্তিক। এ পরীক্ষা উত্তীর্ণদের থেকে ৮ হাজার ৬৭৭ জন শিক্ষক নিয়ুক্ত করা হবে। এর মধ্যে শতকরা ৬০টি পদ নির্ধারিত থাকবে মহিলাদের জন্য। এই পদের জন্য লাখ খানেক প্রার্থীর আবেদনপত্র পাওয়া গেছে।

গ্রামবাংলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি এ মুহূর্তে বিশেষভাবে লাভজনক পদ বলে বিবেচিত। ঘর–সংসার করে নিজের বাড়ীতে থেকে এ চাকরি করা যায়। বিপদে–আপদে থাকা যায় নিজের স্বজনের কাছে।

সাবেক সরকারের আমলের প্রথম দিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরি বিক্রি হয়েছে উচ্চমূল্যে। তৎকালীন উপজেলার কর্মকর্তা এবং বিশেষ ব্যক্তিরা হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে চাকরি দিয়েছেন এক শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলাকে। স্কুল–কলেজের শিক্ষা বা মেধা ছিল তখন একান্তই গৌণ। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়ুক্তির সময় বাজার বসেছে উপজেলা কেন্দ্রে। সেই বিকিকিনির হাটেই সাব্যস্ত হয়েছে শিক্ষক–শিক্ষিকা। নাম–কা–ওয়াস্তে গঠিত 'ইন্টারভিউ বোর্ড' আদৌ কাজে আসেনি প্রায় কোন এলাকায়।

পরবর্তীকালে কঠিন সমালোচনার মুখে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ থানা পর্যায় থেকে নিয়ে নেয়া হয়। শিক্ষক নিয়োগের জন্য চালু করা হয় কম্পিউটার। ১৯৯০ সালে নিয়ুক্ত শিক্ষকদের প্রশ্নে তাই তেমন কোন অভিযোগ ওঠেনি।

তবুও প্রশ্ন উঠেছে কম্পিউটার তো মানুষেই চালায়। সেই মানুষকে বশীভূত করা যায় কিনা। এই বশীভূত করার প্রক্রিয়া এখনো আছে। এখনো এই চাকরিটির জন্য দেদার টাকা ব্যয় করার মানসিকতা আছে। এতে ইন্ধন যোগাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা। এরা থানা এবং জেলা শহরে বসবাস করে। এরা এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করেছে যে এদের অনুমোদন ব্যতীত কোন শিক্ষকই নিয়ুক্ত হতে পারে না। এরা ছয়কে নয় করতে পারে। এই ছয়কে নয় করতে হলে উপঢৌকন প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়ুক্তির পরীক্ষা তারিখ পরিবর্তন হওয়ায় এই শ্রেণীর শিক্ষা কর্মকর্তাদের হয়েছে সোনায় সোহাগা।

আশা করি ৫ ও ১২ ফেব্রুয়ারী নির্বিঘ্নে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। টাউট ও ফড়িয়াদের কবলমুক্ত পরিবেশে শিক্ষক নির্বাচন হবে। প্রতীক্ষার শেষ হবে লাখ খানেক আবেদনকারীর।